শিরায়ন

শিবায়নকাব্যপরিচয়

শিবায়ন কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা আখ্যানকাব্যের একটি ধারা। ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়ে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের দ্বারা। (বেশি প্রচলিত ও বিখ্যাত) শিব ও দুর্গার দরিদ্র সংসার জীবন কল্পনা করে মঙ্গলকাব্যের আদলে এই কাব্যধারার উদ্ভব। শিবায়ন কাব্যে দুটি অংশ দেখা যায় – পৌরাণিক ও লৌকিক। মঙ্গলকাব্যের আদলে রচিত হলেও শিবায়ন মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই কাব্যের দুটি ধারা দেখা যায়। প্রথমটি মৃগলুব্ধ-মূলক উপাখ্যান ও দ্বিতীয়টি শিবপুরাণ-নির্ভর শিবায়ন কাব্য।

শিবমঙ্গলকাব্যেরকবিগণ

- রামকৃষ্ন রায় – শিব বিষয়ক পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি নিয়ে ২৬টি পালায় সুবৃহৎ কাব্য রচনা করেন।
- শঙ্কর কবিচন্দ্র মল্লভূমির অধিপতি বীরসিংহের আমলে ১৬৮৩ খ্রি শিবমঙ্গলকাব্য রচনা করেন।
- রামেশ্বর ভট্টাচার্য – অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবমঙ্গলকাব্যের সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি।

শিবায়নকাব্যেরবৈশিষ্ট্য

- শিবায়নের প্রথম অংশে আছে শিবের পৌরাণিক মহিমা কীর্তন। যেমন– দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস, সতীর দেহত্যাগের পর মেনকা ও হিমালয়ের গৃহে উমারূপে জন্মগ্রহণ, মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি।
-

- দ্বিতীয়াংশে আছে কৃষিজীবী শিবের প্রাত্যহিক সংসার জীবনের চিত্তাকর্ষক ঘটনা প্রসঙ্গ। এই অংশের শিব-কাহিনী একান্তভাবে গ্রামীণ এবং লোকজীবন-ভিত্তিক। শিব চরিত্র এই অংশে দেবত্ব গৌরবে মহিমান্বিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণে বর্ণিত ‘রজতগিরি সন্নিভঃ' হেম-কান্তি মহাদেবের প্রশান্ত-গম্ভীর মূর্তি এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। পরিবর্তে, এই লৌকিক শিব-চরিত্র দারিদ্র্যের গণ্ডীতে বাঁধা বাঙালীর সংসার সীমায় আবদ্ধ কামনা-বাসনায় জর্জরিত জীবনের হলাহল পানে আসক্ত।

শিবায়নের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের পার্থক্য

- (ক) মঙ্গলকাব্যের মতো শিবের পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার শিবায়ন কাব্যে দেখা যায় না। কোন অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে শিবভক্তে পরিণত করার প্রথানুগ বৈশিষ্ট্য শিবায়ন কাব্যে বিরলদৃষ্ট। কোন শাপভ্রষ্ট দেব-দেবীর সাহায্যে পূজা প্রচারের পরিকল্পনা এখানে দেখা যায় না।
-

- (খ) অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে নায়কের বাণিজ্য বা শিকার পেশার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে কৃষিজীবী বৃদ্ধ দরিদ্র শিব নীতিহীন ধূলিমাখা মর্তমানব মাত্র।

মৃগলুব্ধ

- শিবায়ন কাব্যে আছে দুটি ধারা—একটি চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মৃগলুব্ধ-মূলক উপাখ্যান, বা শিবমাহাত্ম্য কাহিনী, অন্যটি শিবপুরাণ-নির্ভর শিবায়ন কাব্য।
- মৃগলুব্ধের কাহিনি একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত।

- চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিব মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্যের সংখ্যা দুটি। একটি দ্বিজ রতিদেবের ‘মৃগলুব্ধ’, অন্যটি রামরাজার ‘মৃগলুব্ধ সংবাদ'। দুটিরই প্রকাশ কাল ১৩২২ বঙ্গাব্দ। আবিষ্কারক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ। তাঁর সংগ্রহে ছিল আরো একটি নাম পরিচয়হীন পুঁথির অংশ বিশেষ। দীনেশচন্দ্রের মারফৎ ‘রঘুনাথ রায়' নামে আরো এক কবির নাম পাওয়া যায়, যদিও তার অস্তিত্ব পুঁথি-সমর্থিত নয়।

ধন্যবাদ